No. of printed pages : 15

MTT-003

Post Graduate Certificate in Bangla-Hindi Translation Programme (PGCBHT)

Term-End Examination

June, 2020

MTT-003 : Bangali translation in various linguistic areas

Duration : 3 Hours **Maximum Marks : 100**

MTT-003

बंगला-हिंदी अनुवाद कार्यक्रम में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र

মেয়াদ শেষ পরীক্ষা

जून, 2020

MTT-003 : बंगला हिंदी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय-सीमा : 3 घंटे सर्वाधिक मान: 100

टीका: 1. सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं

1. नाटकों का अनुवाद कथा साहित्य के अनुवाद से किस प्रकार भिन्न होता है? उदहारण सहित स्पष्ट कीजिए कि इसमें किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। 20

अथवा

सूचनाओं और विवरणों का अनुवाद करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। उदहारण सहित स्पष्ट कीजिए।

2. निम्नलिखित बंगला शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए : 05

চমৎকার অতএব সকাল বেশি আঙ্গন

গিন্নী মাদুর প্রদীপ বিশদ দরখাস্ত

3. निम्नलिखित हिंदी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 05

आदेश गृहिणी गरम पुल जसकातत

बादल कपड़ा हवा बातचीत उतावला

4. निम्नलिखित शब्दों में से <u>किन्ही पांच</u> के बांग्ला में अर्थ बताइए और उनका हिंदी और बांग्ला में अलग-अलग प्रयोग कीजिए : 20

व्यवस्था महंगाई रोटी आदत आहार

आयस घबराहट दूरदर्शी ध्यान अपवाद

5. निम्नलिखित में से <u>किन्ही चार</u> के हिंदी में अनुवाद कीजिए : 10x4=40

(a) নীহারকণার হাতে একটা ভিজে গামছা, সেটাকে ঝাড়তে ঝাড়তেই চলে এসেছেন, এবং সেটাকে অহেতুকই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে ওঠেন, কী হচ্ছে রে দেবু? ওই লক্ষীছাড়া ছোঁড়াটাকে পুলিশে না দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে?

দেবব্রত ব্যঙ্গ আর ক্ষোভের গলায় বলে ওঠে, ছেড়ে দিতে হলেও তো ছিল ভাল। ওকে বাড়িতে রাখতে হবে, মহৎ ব্যবহারের দ্বারা ওকে সংশোধন করা হবে।

নীহারকণা চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, তাই তুই শুনবি? লোকটার মাথাটা যে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, তা টের পাচ্ছিস না? রাখ ওর কথা। এই দন্ডে মিচকেটাকে থানায় জমা দিয়ে আয়। কে বলতে পারে, ওর সূত্র ধরেই একটা বড় গ্যাং ধরা পড়ে যাবে কি না! নে, চা খেয়েই বেরিয়ে পড় সন্তোষকে নিয়ে। হাতের বাঁধন খোলার আগে একবার দেখে নিস, পকেটে ছুরিফুরি আছে কিনা?

সতব্রত চমকে উঠে বললেন, হাত বেঁধে রাখা হয়েছে না কি?

নীহারকণা জোর গলায় বললেন, তা হবে না? হাত খোলা থাকলে কী না কি করতে পারে ঠিক আছে?

সত্যব্রতর খাদে নামা গলা থেকে একটা কথা উঠে এলো, ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া হয়েছিল না?

তা তো ছিল। বলি তালা খোলা মাত্তর যদি ছুরিফুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাপকে বিশ্বাস করতে আছে? দেবু যা! বৌমা চা নিয়ে বসে আছে। খেয়ে নিয়েই ওই পাপকে বিদেয় করে আয়।

নীহারকণা যত সহজে বলতে পারলেন, 'লোকটার' মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওর কথা ছাড়, দেবব্রত অবশ্য তত সহজে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

স্ত্রী যত সহজে দাপুটে কথা বলতে পারে, পুত্র তা পারে না। কারণ একজনের হতমান্য হলেও অপমান নেই, অপরজনের এতটুকু এদিক-ওদিকেই অপমান। বিশেষ করে বিবাহিত পুত্রের।

তাই দেবব্রত মায়ের এই জোরালো নির্দেশের পরও বাঁকা গলায় বলল, বাড়ির কর্তার হুকুম না পেলে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়।

বলে চলে গেল। বোধহয় চা নিয়ে অপেক্ষারতার উদ্দেশ্যে।

(b) সোনাচাচা ছেলেদের নেতাকে ডেকে বললেন, 'দু'জন করে ছেলে যেন বেড়াতে বেরিয়েছে এমনভাবে হেঁটে যাবে। গেটের ওপর সিঙ্গাপুরের দাতব্য প্রতিষ্ঠান লেখা সাইনবোর্ড আছে। বাড়িটার সামনে একদম দাঁড়াবে না। হেঁটে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসবে। লক্ষ রাখবে ওই বাড়ির ভেতরটা দেখা যায় কিনা। কেউ আসে যায় কিনা। ওরা ফিরে আসার আধঘন্টা পরে অন্য একজনকে পাঠাবে। একজন। সে ফিরে এলে আবার দুজন যাবে। এইভাবে সন্ধ্যে পর্যন্ত চললে হয়তো কিছু খবর পেতে পারি। বলে দাও, কেউ যেন এমন কিছু না করে যাতে ওদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়।'

ঘন্টা দেড়েক বাদে রিপোর্ট এল বাড়িতে কেউ নেই, অন্তত বাইরের রাস্তা থেকে তাই মনে হচ্ছে। সোনাচাচার সঙ্গে মোবাইল ছিল। বাসুদেব বলল, 'একবার ডায়াল করে দেখবেন নাকি?'

'কেন?'

'গলা শুনে বলতে পারব বিশ্বজিত দেববর্মা ওখানে আছে কিনা'

'বোধহয় ঠিক হবে না লোকটা নিশ্চয়ই ওর বাবাকে ফোন করে পায়নি। যা নেটওয়ার্ক বলছ তাতে নিশ্চয়ই জেনে গেছে ওর বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য ওর আর এই নাম্বারে থাকার কথা নয়। তবে বিদেশে

আছে বলে ভাবতে পারে ওকে এখানে কেউ ছুঁতে পারবে না। কিন্তু আবার যদি ব্ল্যাঙ্ক কল যায় তাহলে ও পালিয়ে যেতে পারে।'

সোনাচাচার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এত কাণ্ডের পর যদি ওই বাংলোতে গিয়ে দেখা যায় বিশ্বজিত দেববর্মা নেই তাহলে? তাহলে আগরতলায় ফেরার মুখ থাকবে না। এখন মনে হচ্ছে লটারির টিকিট কাটার মত হয়ে গেল ব্যাপারটা। উল্টে দশরথকে ধরে রাখা, যন্ত্রণা দেওয়ার পুরোটা দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। প্রমান করতে পারলে আইন শাস্তি দেবে না হলে টাইগাররা চুপ করে থাকবে না। বাসুদেবের খুব ইচ্ছে করছিল মোবাইলে ফোন করে দেখে বিশ্বজিত দেববর্মা ওই বাড়িতে থাকে কিনা।

শ্রীমঙ্গলের এই অঞ্চল বর্ডার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। নিশ্চয়ই সৌমিত্রকে ধরে এনে ওরা এই বাড়িতে রাখেনি। বাংলাদেশের এই প্রান্তে টাইগারদের কয়েকটা ক্যাম্প আছে। সেই ক্যাম্পে নিশ্চয়ই প্রচুর লোক আত্মগোপন করে আছে। এই বাংলোতে সেটা সম্ভব নয়। তাহলে কাছাকাছি ক্যাম্পটা কোথায়? সেখানেই ওরা সৌমিত্রকে রাখতে পারে। সর্বাধিনায়কের কাছাকাছি তো ওই ক্যাম্প থাকা উচিত । বাসুদেবের মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

(c) কিন্তু নবকুমার বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞাপন বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ার জন্যেই জনসংযোগ নয়। সমাজের

সর্বশ্রেণীর সবরকম খবর জানবার অধিকার পাঠকের আছে। বিভিন্নমুখী সব সাফল্য ও ব্যর্থতাকে খবরের উপযোগী করে তোলার জন্যে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা রয়েছে।

নবকুমার ক্রমশ বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন। জনসংযোগ মানে স্রেফ খবর ছাপানো নয়। আরও অনেক বিচিত্র পথ ধরে প্রতিষ্ঠান ও মানুষ এখন মানুষের সমর্থন প্রত্যাশা করছে। আসলে জনসংযোগ না থাকলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না, আবার এও সত্য যে সভ্য গণতন্ত্র ছাড়া জনসংযোগও অর্থহীন। মানুষের সমর্থন তখনই মূল্যবান যখন তার সামনে বাছাই করার, মনোনয়ন করার সুযোগ আছে, একটা ত্যাগ করে সে একটা গ্রহণ করতে পারে।

নবকুমারের অতীত কাহিনী বিস্ফারিত শুনছেন বেচাদা।

"তাহলে তুই বলছিস, বাছাই করবার স্বাধীনতা বা চয়েস ছাড়া গণতন্ত্র, জনসংযোগ সব বৃথা। তা হলে ওই যে' হবসন চয়েস 'বলে কথাটা শুনি, ওটার তাৎপর্য কি?"

"বেচাদা কথাটা সবাই ব্যবহার করে কিন্তু ওর মূল মানেটা সবাই জানে না। আমি একবার খোঁজ করে বার করেছিলাম আদি অর্থটা। কেমব্রিজে এক সরাইওয়ালা এবং ঘোড়াওয়ালা ছিল, তার পুরো নাম টোবি হবসন। তার কাছে ঘোড়া ভাড়া নিতে হলে আস্তাবলের প্রথমেই যে ঘোড়াটা থাকবে সেটাই নিতে হত। হয় ওই ঘোড়াটাই

পছন্দ কর, না হয় রাস্তা দেখ, এই ছিল হবসনের বিজনেস পলিসি। পৃথিবীতে এই ধরনের ব্যবসায়ীর অভাব হয়নি, কিন্তু এঁকে বিখ্যাত করে ছিলেন মহাকবি মিলটন, এঁর মেজাজ নিয়ে কবিতা লিখে ফেললেন।"

"দুনিয়াতে কত কিছু জানবার আছে, নবকুমার । জানার শেষ নেই, যে জানে তাকেই জগৎ মানে।"

বেচাদার কথার প্রতিবাদ করলেন না নবকুমার। তবে তিনি দেখেছেন, শুধু জানলেই লাভ হয় না, তাকে কাজে লাগাবার মত চেষ্টা যার আছে, তাকে জগৎ মানে।

বেচাদা খুব মজা পাচ্ছেন ওই সরাইওয়ালা সায়েবের ব্যাপারে। জানতে চাইছেন " হবনব কথাটাও ওই প্রাতঃস্মরণীয় হবসন থেকে কিনা?"

(d) এই বিনিদ্রদের মধ্যে মহিলাকুলই বেশি। কারন বিগত যুগের মত এই ডেলি প্যাসেঞ্জার বাহিনী শুধুই পুরুষ সমাজ নয়। এদের মধ্যে দলে দলে 'তরুণী' 'যুবতী' 'মহিলা' এবং 'স্ত্রীলোক'। ... এদের জন্যেও এখন শহরে অনেক কাজের হাতছানি।

নেহাতই অভাগারা গ্রামের মাটিতে পড়ে থেকে দিন রাত্রি দুই-ই কাটায়।

এদের মধ্যে অধিকাংশই 'বালবাচ্চা' 'বুড়োবুড়ি', কিংবা ঘোরতর সংসারী মধ্যবয়সিনী 'গিন্নীকুল'যাঁরা ওই লোকাল

ট্রেনে বোঝাই হয়ে 'গ্রামছাড়া' আর 'গ্রামে ফেরা' দের জন্যে দুবেলার রসদ গোছাবার জন্যে সমস্ত দিনটাই ব্যয় করে মরেন।

শুধু দুবেলায়ই বা বলা যায় কী করে ? তিন বেলারই। দুপুরের টিফিনটাও তো গুছিয়ে দিতে হয় ওই ভোর সকালেই। এত বেশি পয়সা কার পকেটে থাকে যে শহরের দোকান পসার থেকে আহরণ করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারবে?

এই মহিলাকুল বুড়োবুড়ি বালবাচ্চাদের দল ভিন্ন আর যারা গ্রামের মাটিতে বিরাজ করে তারাও দুভাগে বিভক্ত। একভাগের নাম 'অকালকুষ্মান্ড'অপর ভাগের নাম 'বেকার'। এরা মাননীয়। মানে যাদের কোনো একটা চেয়ারে বসা 'চাকরি' করা ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা নেই। বাসনাও নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সারাদিন মা-ঠাকুমার হাড় জ্বালানো ছাড়া আর বেশি কিছু করে উঠতে পারে না। তবে আপাতদৃষ্টিতে এরা খবরের কাগজ পড়ে রাজনীতির তর্কে উত্তাল হয়ে বুদ্ধি কৌশলে বাড়ির লোকের কাছ থেকে কিছু হাতাতে পারলে দু-চার মাইল দূরের সিনেমা হলে সিনেমা দেখে আসে, এবং যখন তখন যেখানে সেখানে দুচারজনে মিলে গোল হয়ে বসে পড়ে আড্ডা জমায়। পায়ের কাছে একটা ঢিল পড়ে থাকলে বারংবার ঠোক্কর খায়, তবু ঢিলটাকে পা দিয়ে ছুঁড়ে দূরে পার করে দেয় না।

এ আড্ডায় যথানিয়মে ধোঁয়া ওঠে বিস্তর (ভগবান জানেন বেকাররা এমন অনর্গল ধোঁয়া ওড়ায় কার পকেট মেরে), রাজা উজিরগণ নিহত হয় এবং চিত্রতারকাদের ঠিকুজি কুলুজির নির্ঘন্ট আলোচিত হয়।

ঘন্টার পর ঘন্টা অক্লেশে কাটিয়ে দিতে পারে এরা এই অর্থহীন গালগল্পে।

বাড়ির মহিলারা হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে গালমন্দ করতে থাকেন এবং মাঝেমাঝেই হয়ত বাড়ির স্কুলের বালাইহীন বালখিল্যদের পাঠান ওদের তাড়া দিতে।

ওরা প্রথমদিকটায় ওই ছাত্রদের 'মারমার'করে ভাগিয়ে দেয়। শেষের দিকটায় অতি অনীহায় বেজার মুখে উঠে পড়ে, আর বাড়ি এসে হাত-পা ছুঁড়ে ঘোষণা করে দু-দণ্ড শান্তিতে থাকবার জো নেই তাদের। এই তাড়ার জ্বালায় জীবন মহানিশা।

(e) ফোনটা রেখে দিলে মুকুট বারান্দায় এসে বসল। বৃষ্টি নেমেছে। ঝমঝম করে না হলেও ঝিরঝির করেও বলা যায় না। একটু একটু ছাট এসে গায়ে লাগছে। এইভাবে বৃষ্টি গায়ে লাগলে খুব আরাম লাগে। চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে রেখে বারান্দার গ্রিলে ওয়া দুটো তুলে দিলো সে।আজ মুকুট পৃথিবীর কাঁহা কাঁহা মুলুকে একলা-একলা কাজ করছে। কত দায়িত্ব তার, কত গুরুত্ব। আর জিনা

দুপুরে-কী-করবে-ভেবে-না-পাওয়া কর্মহীন অবলা। কিন্তু দমদমের যে স্কুলে পড়তে গিয়ে ওর সঙ্গে ভাব সেখানে ওদের ভূমিকা ঠিক উল্টো ছিল। জিনা ঝকঝকে স্মার্ট করিৎকর্মা ক্লাস মনিটর। আর মুকুট ভিন্ন স্কুল থেকে আসা ভ্যাবাচ্যাকা একটা মোটাসোটা গোল-গাপ্পা মেয়ে, যাকে সব্বাই মিলে উঠতে বসতে ব্ল্যাগিং করছে। বাবা তখন সবে কলকাতায় বদলি হয়েছেন ।ওরা থাকে এয়ার পোর্টের কাছে। মুকুট ছিল ভীষণ লাজুক, নতুন স্কুলে তার একদম ছোট করে ছাঁটা চুল। ভালোমানুষ-ভালোমানুষ গোল মুখ আর থতমত ভাব নিয়ে সবাই যত মজা পাচ্ছে, সে ততই গুটিয়ে যাচ্ছে। টিচাররা পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন এবং সে বলতে পারছে না। জিনা তার প্রতি যে কী শুভ দৃষ্টি দিল, ঈশ্বর জানেন। তার মধ্যস্থতায় পুরো ক্লাসের সঙ্গে মুকুটের সম্পর্ক সহজ হয়ে গেল।

জিনাদের সেই বিশাল বাড়ির কথা ভোলা যায় নাকি ?

- বাবা এয়ারলাইন্সে কাজ করেন? ও মা। ও দিদি দেখো জিনুর বন্ধু এসেছে -এ।এইটুকু বয়সেই এগারোবার প্লেনে চড়েছে -এ। জিনার এক কাকিমা চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন - আমি একবারও চড়িনি - তারপরেই তার খেদোক্তি। সঙ্গে সঙ্গে লুচি রাবড়ি আলুভাজা এসে গেল। জিনার যেসব দিদি দাদা ভাইরা বাড়ি ছিল, সব্বাই ভাব করে গেল। মুকুট-জিনার এই জুটি গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত অটুট

ছিল। তার পরেই দুজনের পথ আলাদা হয়ে গেল। জিনা রয়ে গেল-আশুতোষ বিল্ডিং-এ, মুকুট চলে গেল রাজাবাজার। তখনও যোগাযোগ ছিল, কিন্তু মুকুট ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছিল তার কাজে । চলে গেল প্রথমেই থাইল্যান্ড। সেখান থেকে মালয়েশিয়া নরওয়ে কত দ্রুত কত কী শিখল। তারপর গেল স্টেটস। তাঁর মামা গ্যারান্টর ছিলেন, আরও সুবিধে। মাঝখানে লন্ডনে কনফারেন্সে যোগ দিয়েছে। স্টকহোলমে গেছে। সত্যি-সত্যিই বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরেছে সে। জিনার বিয়ের সময়ে সে ছিল না। জিনা ফট করে বিয়ে বসে যাওয়ায় সে একটু অবাকই হয়েছিল। এমন নয় যে নিজে প্রেম-ট্রেম করে আহ্লাদে গলে গিয়ে জিনা বিয়েটা করছে। ঠিক এইরকম ব্যাপারটা মুকুটের বাড়িতে কেউ ভাবতে পারে না। গলদটা সম্ভবত জিনদের বাড়ির মনোভাবে, পরিবেশে। ঋত্বিকের সেই 'পরিবেশ'।

6. निम्नलिखित में से <u>किन्ही एक</u> के बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

কুছ দিনোঁ সে মৈঁ অপনে দফ্তর কী সাহিবাবাদ শাখা মেঁ জা রহা হূঁ। বস সে উতর কর দফ্তর কো আতে সময় এক মোড় কে বাদ কুছ দূর তক সড়ক সুনসান হো জাতী হৈ। যহ এক স্বয়ংভূ পার্ক কা পিছবাড়া হৈ। স্বয়ংভূ ইসলিএ কি ইসে বস ঘের দিয়া গয়া হৈ। বাকী ইংতজাম পার্ক নে

खुद किया है। पेड़ पहले से खड़े थे । यहाँ वहाँ घास पहले से उगी थी । जगह-ब -जगह कूड़ा स्वतः इकट्ठा था। साल में एकाध मर्डर यहाँ सम्पन्न हो ही जाते थे। इसमें घूमने कोई नहीं आता था। लोग नित्यक्रियाओं के लिए आते थे। कुछेक बार कुछेक संयुक्त स्त्री-पुरुष भी पुलिस द्वारा बरामद किए गए। वे भी नित्यक्रिया करने आए थे । पुलिस पार्क में आती रहती थी। ऐसी क्रियाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए। जाते समय बख्शीश ले जाती थी। इस तरह यह पार्क एक बहुआयामी प्रतिभा-प्रदर्शन की लीलाभूमि माना जाता था। ... और माना जाता है। यह वृत्तांत मुझे अनेक बार साथियों ने सुनाया है।

पार्क के बीच से एक पकड़ंडी बन गई है। उसकी चौड़ाई देखकर उसे पकडंडा भी कहा जा सकता है। यह शॉर्टकट है । मै और रमेश ईधर से पैदल गुजरते हैं। ऐसे ही हमारे दिन भी गुजर रहे हैं। हम साथ-साथ काम करते हैं और अलग-अलग एक दूसरे को कोसते हैं।

एक दिन पार्क के पिछवाड़े आते ही उसकी रेलिंग से सटकर बैठा कोई बूढ़ा नज़र आया। वह एक किनारे बैठने

और लेटने के साझा कार्यक्रम के तहत दिख रहा था। मुझे लगा कि वह बूढ़ा है। फिर शंका हुई । आजकल कुछ भरोसा नहीं। लोग इतनी जल्दी झुराने लगे हैं कि झुर्रियों से उमर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। रोज़ मिलनेवाली लानत, ज़िल्लत भूख भी इंसान को दीमक की तरह चाटती रहती है। फिर भी, मुझे लगा यह सचमुच बूढ़ा है। उसे देखकर लगता था कि वह सड़क पर नहीं, मौत की चटाई पर बैठा है। मौत का इंतजार करता आदमी का चेहरा कभी देखा है आपने?

(b) बाबा साहेब कहा करते थे कि एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है । ऐसे विचार रखने वाले भीमराव छात्रावस्था में चित्रपट नहीं देख सके। वीर अर्जुन की तरह एकाग्र बुद्धि-निष्ठा से अध्ययन कार्य जुटे रहे। जो छात्रबृत्ति मिलती थी, उसी में से पत्नी के लिए कुछ हिस्सा नियमित भेजना अपरिहार्य था। दिनभर में एक कप चाय या काफ़ी पीकर पढ़ाई चालू रखते थे । रोज 18-19 घंटे पढ़ाई करना, भूखे पेट दिन गुजारना - साधना कठिन थी, लेकिन अल्पतुष्ट होकर विश्राम लेना उन्हें नापसंद था।

डॉ आंबेडकर चाहते थे कि हिंदू समाज की पुनर्रचना स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव की तत्वत्रयी पर आधारित हो। जैसा कि न्यूयार्क जाने से पूर्व आयोजित रात्रिभोज के अवसर पर मुंबई में (मई 1952) उन्होंने कहा था - यद्यपि कहा जाता है कि मैं अपने उग्र स्वभाव के कारण सीमा लॉघकर अधिकारियों से भिड़ तक गया लेकिन किसी अवसर पर देश से विश्वासघात नहीं किया। हृदय में सदैव देशहित की ही भावना रही। मैं हिंदू धर्म का शत्रु हूँ, विध्वंसक हूँ - इस प्रकार मुझे लेकर टिप्पणी होती है, लेकिन एकदिन ऐसा आएगा कि मैं हिंदू समाज का उपकारकर्ता हूँ, इन्हीं शब्दों में हिंदू लोग मुझे धन्यवाद देंगे ।

MTT-003 560